প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী
সম্পাদক
মঈনুল আহসান সাবের
সহযোগী সম্পাদক
মারুফ রায়হান
উপ-সম্পাদক
ইমতিয়ার শামীম
সহকারী সম্পাদক
মনজুর শামস
প্রধান প্রতিবেদক
খোন্দকার তাজউদ্দিন
প্রতিবেদক
শানজিদ অর্ণব
প্রদায়ক
জেড এম সাদ
সাইমা ইসলাম তন্দ্রা
নিয়মিত লেখক
রাহনুমা শর্মী
ইসমাইল মাহমুদ
জুলফিয়া ইসলাম
ফটোসাংবাদিক
সুদীপ্ত সালাম
ইভেন্ট সমন্বয়কারী
সাশা মানসুর চৌধুরী
প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
প্রতিনিধি
মামুন রহমান দক্ষিণাঞ্চল
অপূর্ব শর্মা সিলেট
এস এম আজাদ চট্টগ্রাম
মাহমুদ হোসেন পিন্টু বগুড়া
মাহফুজ সুমন হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার
ইয়াসমীন রীমা কুমিল্লা
সুশান্ত ঘোষ বরিশাল
শংকর লাল দাশ পটুয়াখালী
আবু জাফর সাবু রংপুর
সঞ্জয় সরকার নেত্রকোনা
ছোটন সাহা ভোলা
গ্রাফিক এডিটর
হাবিবুর রহমান
এজিএম মার্কেটিং
সামিউল ইসলাম

যোগাযোগ
ডেইলি স্টার সেন্টার
৬৪-৬৫ কাজী নজরুল ইসলাম
অ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২১৫
পিএবিএক্স : ৯১৩১৯৪২, ৯১৩১৯৫৭,
৯১৩২০২৫, ফ্যাক্স : ৯১৩১৮৮২
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন : ৯১৩২১১৬
ই-মেইল :
info.shaptahik2000@gmail.com

দাম : ১০ টাকা

মাহফুজ আনাম
কর্তৃক মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড-এর পক্ষে
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ থেকে
প্রকাশিত ও ট্রান্সক্রাফট লিঃ,
২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

২ কার্তিক ১৪২১ ■ ১৭ অক্টোবর ২০১৪
বর্ষ ১৭ সংখ্যা ২১

প্রচ্ছদ : হাবিবুর রহমান
কার্টুন : সাদাত

কারাগারে সাংসদ বদি
অব্যাহতি নয়, অভিযোগ প্রমাণে সক্রিয় হন

ইয়াবা এক সর্বনাশা নেশা। এর ভয়ঙ্কর ছোবলে ধ্বংসের মুখে পড়েছে দেশের তরুণ সমাজ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান একনায়ক হিটলার সেখানকার নাৎসি বাহিনীর সদস্যদের দিনের পর দিন ক্ষুধাহীন, নিদ্রাহীন অবস্থায় হিংস্র ও ক্ষিপ্ত করে রাখতে ব্যবহার করেছিলেন এ ট্যাবলেটকে। এখন সেই ট্যাবলেট ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশের তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেশা হিসেবে। এর প্রতিক্রিয়ায় দেখা দিয়েছে অবক্ষয় এমনকি খুনোখুনি।

অভিযোগ রয়েছে এবং এর সঙ্গত ভিত্তিও রয়েছে যে, ইয়াবার ব্যবসা করেই সম্পদের পাহাড় গড়েছেন কক্সবাজার-৪ আসনের সাংসদ আবদুর রহমান বদি। তার নির্বাচনি এলাকা উখিয়া, টেকনাফসহ পুরো কক্সবাজার বাংলাদেশে ইয়াবা আসার পথ। তার পৃষ্ঠপোষকতাতেই ইয়াবা থাবা ছড়িয়েছে দেশজুড়ে। সাংসদ বদির ভাই ও আত্মীয়-স্বজনরাই নিয়ন্ত্রণ করছে ইয়াবা ব্যবসা। বদি সংসদ সদস্য হওয়ার পর আরো বিস্তৃত হয়েছে ইয়াবার ব্যবসা। অন্যদিকে বেড়েছে তার অবৈধ সম্পদের পাহাড়। দুদকের তথ্য অনুযায়ী, জীবনে প্রথম সাংসদ হওয়ার পর গত পাঁচ বছরে তার আয় বেড়েছে ৩৫১ গুণ। নিট সম্পদ বেড়েছে ১৯ গুণের বেশি। স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে সীমান্ত-বাণিজ্যে জড়িত ব্যবসায়ীরাও তটস্থ বদির খবরদারিতে। মিয়ানমার থেকে যেসব পথ্য বাংলাদেশে আসে, তার প্রতিটিতে দিতে হয় এমপি ট্যাক্স। এমনকি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধেও রয়েছে সরাসরি ইয়াবা পরিবহনের অভিযোগ।

এহেন সাংসদ আবদুর রহমান বদিকে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলায় ১২ অক্টোবর কারাগারে পাঠিয়েছে ঢাকা মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালত। এ খবর মানুষকে স্বস্তি দিয়েছে, পাশাপাশি আশঙ্কারও জন্ম দিয়েছে। কেননা দুদক পরিণত হয়েছে দুর্নীতিবাজদের ধোপদুরস্ত মানুষ হিসেবে সার্টিফিকেট দেয়ার প্রতিষ্ঠানে। দুদক অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী আ ফ ম রুহুল হককেও অভিযুক্ত করেছিল। কিন্তু সম্প্রতি অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে দেয়া হয়েছে অব্যাহতি। মানুষের আশঙ্কা, আবদুর রহমান বদিকেও একইভাবে অব্যাহতি দেয়া হবে। যার কারণে বাংলাদেশে ইয়াবার মতো মরণ নেশা ছড়িয়ে পড়েছে, তার এমন দায়মুক্তি কারোরই কাম্য নয়। আবদুর রহমান বদির বিরুদ্ধে অভিযোগগুলোর ভিত্তি রয়েছে। আমরা চাই, অভিযোগগুলো প্রমাণে দুদক ও সংশ্লিষ্ট মহল কার্যকর ভূমিকা রাখবে।